৭৮৬/৯২

কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ

[illegible]

রওযা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী

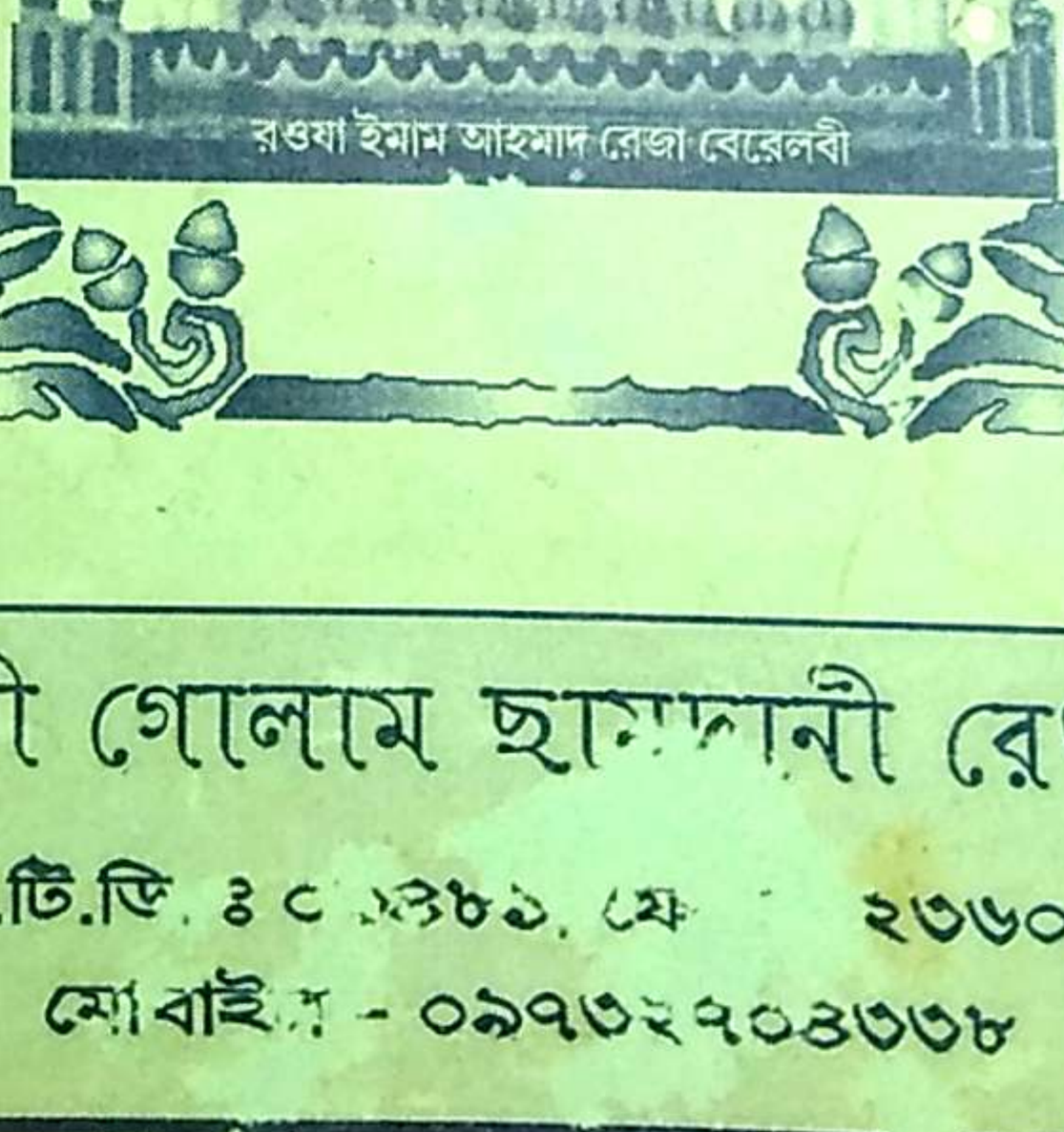

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

এস.টি.ডি. ঃ [illegible] ৩৪১, ফো[illegible] ২৩৬০১২

মোবাই[illegible] - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

৭৮৬/৯২

কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ

কানযুল ঈমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড
পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
এস.টি.ডি. ঃ ০৩৪৮১, ফোন ঃ ২৩৬০১২
মোবাইল - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

আমার আন্তরিক দোয়া

আল্ হামদু লিল্লাহ! এ পর্যন্ত আমার লেখা ছোট বড় বই পুস্তক প্রায় দুই ডজন প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। পুস্তকগুলি প্রকাশের পথে যাহাদের পূর্ণ প্রেরণা ও সাহায্য পাইয়াছি তাহাদের জন্য দরবারে ইলাহীতে আন্তরিক দোয়া করিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এই দ্বীনি খিদমাত কবুল করতঃ দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। যথাক্রমে প্রকাশকগণের নাম ঃ-

১। হজরত মাওলানা মোমতাজুদ্দীন সাহেব কিবলা শায়খুল হাদীস রাজমহল
২। হজরত মাওলানা হাশিম রেজা নুরী সাহেব কিবলা - হেডমুদার্রিস মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবিয়া, মুর্শিদাবাদ
৩। মাওলানা সাঈদুর রহমান আশরাফী সাহেব - মালদা
৪। মাওলানা আইউব আলাম রেজবী - দিনাজপুর
৫। আব্দুস সালাম লস্কর ক্বাদেরী - দঃ ২৪ পরগনা
৬। ইসহাক মল্লিক - হুগলী
৭। মোঃ রুহুল আমিন সাহেব - কলিকাতা

প্রকাশক
মোহাম্মাদ ওরফে ইমরান উদ্দীন রেজবী

প্রথম সংস্করণ ঃ- ০১/০১/০৬
সংখ্যা ঃ- ২০০০

মুদ্রণে ঃ- গ্লোবাল কম্পিউটেক সেন্টার
ইসলামপুর হাট কমপ্লেক্স, মুর্শিদাবাদ, মোবাইল- ৯৩৩২৯৯১১৫৯

অক্ষর বিন্যাস ঃ- বাপী এ্যাণ্ড মিস্টার

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে পবিত্র কুরয়ানের অনুবাদ করিতে পারিবে এমন কথা নয়। মহান আল্লাহর মহাবাণীর মর্মোদ্ধার করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাকে মূলধন করিয়া কুরয়ান শরীফের অনুবাদ করিতে কলম ধরিয়াছেন; তাহারা কেবল নিজেরাই গোমরাহ হন নাই, বরং বড় একটি জগৎকে গোমরাহীর গভীরে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

বক্তার বক্তব্যের সঠিক অর্থ সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব; যে বক্তার ভাষায় পূর্ণ পাণ্ডিত্য রাখে এবং বক্তার খুবই নিকটস্থ ও মনের মানুষ হয়। বক্তার সহিত দুরাদুরির সম্পর্ক রাখিয়া, বক্তার ভাব ভঙ্গীমা না বুঝিয়া, বক্তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া নিছক বোকামী বই কিছুই নয়।

বিশ্ব প্রতিপালক রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ্ আরবী ভাষায় কালামুল্লাহ — কুরয়ান মাজীদকে রহমা তুল্লিল আ'লামীন- রসুলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। একমাত্র রসুলুল্লাহর পক্ষে সম্ভব এই মহাকৌশলী — আহ্কামুল হাকিমীন আল্লাহর মহাবাণীর মর্মোদ্ধার করা। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার প্রিয় পয়গম্বরকে নিজের দরবারে যুগযুগান্ত রাখিয়া কুরয়ান শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর ঘোষণা করিয়াছেন اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ 'আল্লাহই কুরয়ান শিক্ষা দিয়াছেন।' স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঘোষণা করিয়াছেন — اَدَّبَنِىْ رَبِّىْ 'আমার প্রতিপালক আমাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহিত্যিক করিয়াছেন'। (খাসায়েসে কোবরা) তিনি আরও ঘোষণা করিয়াছেন — بُعِثْتُ مُعَلِّماً 'আমি শিক্ষক হইয়া প্রেরিত হইয়াছি।' (মিশকাত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাহাবাদিগের নিকট পবিত্র কুরয়ানের তরজমা ও তফসীর- অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তীগণ সাহাবায় কিরামগণের নিকট থেকে কুরয়ানের তরজমা ও তফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারে ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে পবিত্র কালামুল্লাহর তরজমা ও তফসীরের ধারা। যাহারা এই ধারার ধার ধারেন নাই — পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই ; কেবল যৎসামান্য পুঁজি ও প্রতিভা নিয়া পবিত্র কুরয়ানের অনুবাদ করিতে কলম ধরিয়াছেন; তাহাদের কলমে না পবিত্র কুরয়ানের পবিত্রতা রক্ষা হইয়াছে, না আল্লাহ ও তাহার প্রিয় পয়গম্বরের পবিত্র সত্ত্বার সম্মান যথাস্থানে বজায় থাকিয়াছে। বর্তমান বাজারে এই ধরণের অনুবাদের অভাব নাই।

অখণ্ড ভারতে বিভিন্ন ভাষায় বহু অনুবাদ বাহির হইয়াছে।। উলামায় অ'হলে সুন্নাত গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একমাত্র ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমার 'কানযুল ঈমান' ছাড়া কোন অনুবাদই না নিখুঁত, না পুরাপুরি নির্ভরযোগ্য। উলামায় কিরাম সাধারণ মানুষকে সাবধান করিবার জন্য প্রায় এক ডজন কিতাব লিখিয়া 'কানযুল ঈমান' এর সহিত অন্য অনুবাদগুলির পার্থক্য দেখাইয়া দিয়া নিজেদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। অবশ্য এই কিতাবগুলি সবই উর্দু ভাষায় লিখিত। এই ধরণের কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় না থাকিবার কারণে সাধারণ বাঙালী মুসলমানেরা যাঁচাই করিবার সুযোগ না পাইয়া অনুবাদ না অনুবাদ, যে যাহা পাইতেছে সে তাহাই খরীদ করিতেছে।

৩০-১২-২০০০ সালে জেলা হাওড়া, পাঁচলা থানার অন্তর্গত রাজখোলা -শেখপাড়ার জালসায় উপস্থিত হইলে আমার পরম শ্রদ্ধেয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

পীরজাদা হাফিজ্ সাইয়েদ আতাউর রহমান সাহেব কিবলার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনাকালে 'কানযুল ঈমান' প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি 'কানযুল ঈমান' এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কেবল পরামর্শ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বরং 'বাহারে শরীয়ত' এর লেখক সদরুশ্ শরীয়া আল্লামা আমজাদ আলী আলাইহির রহমার সুযোগ্য সাহেবজাদা কারী রেজাউল মুস্তফা আ'জমীর লেখা একখানা পুস্তিকা প্রদান করত- আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত আদায় করিয়াছেন যে, অবিলম্বে এই ধরণের একখানা পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রদান করিতে হইবে। ওয়াদা করিয়াছি, কিন্তু কাজে হাত দেওয়ার অবসর নাই। তবুও সমস্ত কাজ বাদ দিয়া আজ ৭-২-২০০১ মঙ্গলবার ফজরের নামাজ সমাপ্ত করিবার পর প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ, সালাম পাঠ করত; কলম ধরিলাম। কলম আমার; দুয়া সাইয়েদ সাহেবের ; অসীলা মুস্তফার; তাওফীক আল্লাহ তায়ালার।

গোলাম ছামদানী রেজবী

আজই সংগ্রহ করুন

'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য' পুস্তকটি প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে। অত্যন্ত চাহিদার কারণে বইটি সত্তর শেষ হইয়া যায়। পশ্চিম বাংলা, আসাম ও বাংলাদেশের শত শত মানুষ দুই বৎসর থেকে বইটি পাইবার অপেক্ষায় ছিলেন।

আল্হামদু লিল্লাহ, খুব তড়িঘড়ির মধ্যে এস. এম. ই. পাবলিশার্স (১১৭, এ. এস. জি. রোড কলিকাতা - ৭০০ ০০৭ হইতে) পুনরায় পুস্তকটি প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকটি সাধু ভাষায় লেখা ছিল। পাবলিশার্স তাহা কথ্য ভাষায় আনিয়াছেন। ইহাতে কিছু কিছু স্থানে ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমি আদ্যোপ্রান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি — সামান্য ভাষার পরিবর্তন হইলেও আসল বক্তব্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কলিকাতায় এই পুস্তকটির একমাত্র পরিবেশক — 'ইম্প্রিয়াল বুক হাউস', ৫৬, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩। আপনি আজই পুস্তকটি সংগ্রহ করুন।

ঈমান ইন্‌সাফের দাওয়াত দেয়

যেহেতু ঈমান ইন্‌সাফের দাওয়াত দেয়। ইন্‌সাফ সব সময়ে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে; দোস্ত-দুশমন, শত্রু-মিত্র, লক্ষ্য করে না; নিরপেক্ষ হইয়া হক্ককে গ্রহণ ও বাতিলকে বর্জন করিয়া থাকে। এই কারণে ঈমানদার পাঠকদের কাছে কতিপয় আয়াতের উপর বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদ পেশ করিতেছি। আশা করি, তাহারা ইন্‌সাফের নজরে নিরিখ করিয়া হক্ক ও বাতিলের বিচার করিবেন।

﴿ ১ ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔

(১) আরম্ভ করিতেছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু হন। (আশরাফ্ আলি থানুবী-দেওবন্দী)

(২) شروع اللہ کے نام سے جو بیحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

আরম্ভ আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দয়ালু অত্যন্ত করণাময় হয়। (মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(৩) পরম করুণাময় অনন্ত দয়াময় আল্লাহর নামে আরম্ভ ; (মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৪) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। (মুফতী মোহাম্মদ শফী-দেওবন্দী)

(৫) দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৬) অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) (মোবারক করীম জওহর — বাউল)

(৭) সর্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে (আলী হাসান)

(৮) পরম করুণাময়-দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। (মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহ্‌মদ)

(৯) দাতা দয়ালু ইশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (গিরিশচন্দ্র সেন)

(১০) অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)। (মুহাম্মদ হাদীউজ্জামান-দেওবন্দী)

(১১) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে (আইনুল বারী আলিয়াবী আহলে হাদীস)

(১২) اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। (ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী)

প্রিয় পাঠক! নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অনুবাদকগণ তাহাদের অনুবাদে যথাক্রমে; 'আরম্ভ- পরম-দয়াবান-অনন্ত-সর্বপ্রদাতা' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। একমাত্র ইমাম আহমাদ রেজার অনুবাদ ছাড়া কাহার অনুবাদের প্রারম্ভে 'আল্লাহ' শব্দ নাই। যদিও আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী অনেকের অনুবাদ ভুল হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেকেই তো আল্লাহর নামে আরম্ভ করিবার কথা বলিয়াছেন। অথচ কার্যত সবার কথা বাস্তব বিরোধী হইয়াছে। এই বার চিন্তা করুন। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি কুরয়ান মাজীদের অনুবাদে কত সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

আশরাফ আলী থানুবী 'হ্যাঁয়' শব্দ দ্বারা এবং মাহমুদুল হাসান 'হ্যায়' শব্দ দ্বারা অনুবাদ শেষ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, 'বিসমিল্লা হির্রাহমা নিরহীম' এর মধ্যে 'হ্যাঁয় বা হন এবং হ্যায় বা হয় শব্দগুলির প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। এই শব্দগুলি তাহাদের নিজের তরফ থেকে বাড়ান হইয়াছে। তাই এই অনুবাদগুলি আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী নির্ভুল বলা যাইবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

সুরাহ ফাতিহা, আয়াত-৫

(১) بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ

বলিয়া দিন আমাদিগকে সোজা রাস্তা। (আশরাফ আলী থানুবী-দেওবন্দী)

(২) بتلا ہم کو راہ سیدھی

বলিয়া দাও আমাদিগকে সোজা রাস্তা। (মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(৩) আমাদিগকে সঠিক দৃঢ় পথ প্রদর্শন কর, (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৪) আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; (মুফতী মোহাম্মদ শফি-দেওবন্দী)

(৫) আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর; (আলী হাসান)

(৬) তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। (গিরিশচন্দ্র সেন)

(৭) তুমি আমাদের প্রদর্শন করো সরল পথ, (মুহাম্মদ হাজীউজ্জামান-দেওবন্দী)

'পথনির্দেশ' তো তাহারই প্রয়োজন হয়, যে পথ সম্পর্কে অবহিত নয়। অনুবাদকগণের অনুবাদ থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হইতেছে যে, তাহারা কেহ 'সীরাতে মুস্তাকীম' বা সোজা রাস্তা পান নাই। তাই তাহারা প্রতিপালকের কাছে পথ নির্দেশের প্রার্থনা করিতেছেন। যাহারা সুপথ প্রাপ্ত নহেন — যাহারা 'সীরাতে মুস্তাকীম' এর খোঁজ রাখেন না, তাহাদের পশ্চাতে গমন করা কী বুদ্ধিমানের কাজ হইবে?

সোজা রাস্তা জানা থাকিলেই যে সোজা রাস্তায় চলা সহজ হইবে এমন কথা নয়। সোজা রাস্তায়ও বহু প্রকারের বিপদ থাকিতে পারে। এই কারণে ইমাম আহমদ রেজা, যিনি 'সীরাতে মুস্তাকীম' বা সোজা রাস্তার সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু সোজা পথে চলা সবার পক্ষে সহজ সাধ্য নয় বলিয়া খোদায়ী সাহায্য চাহিতেছেন —

ہم کو سیدھا راستہ چلا

আমাদিগকে সোজা রাস্তায় চালাও।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

পারাহ-১, সুরাহ-বাকারাহ, আয়াত-১৫

(১) اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔

আল্লাহ তাহাদের সহিত ঠাট্টা করেন।

(স্যার সাইয়েদ আহমাদ আলীগড়ী - নাস্তিক)

(২) اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے۔

আল্লাহ তাহাদের সহিত হাঁসী করেন।

(মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(৩) اللہ ہنسی اڑاتا ہے ان کی۔

আল্লাহ তাহাদের হাঁসী উড়ান।

(মির্যা হায়রাত দেহলবী-লা-মাযহাবী)

(৪) আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন।

(মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৫) বরং আল্লাহ্ই তাদের সাথে উপহাস করেন।

(মুফতী মুহাম্মদ শফী-দেওবন্দী)

(৬) আল্লাহ তাহাদের সহিত তামাশা করেন,

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ)

(৭) আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

(মোবারক করীম জওহর-বাউল)

(৮) আল্লাহ মজাক করেন ওদের সাথে

(ফজলুর রহমান মুন্সী)

(৯) আল্লাহ তাদের পরিহাস করেন;

(মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(১০) আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা উপহাস করেন,

(ডক্টর ওসমান গণী-লা মাযহাবী)

(১১) আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন,

(মহাম্মদ হাজী উজ্জামান-দেওবন্দী)

(১২) আল্লাহও তাদের সাথে উপহাস করে থাকেন,

(আইনুল বারী আলিয়াবী - আহলে হাদীস)

হাঁসী, তামাশা, ঠাট্টা, মজাক, উপহাস ও পরিহাস ইত্যাদি শব্দগুলি বান্দার শানে শোভা পায়। এই শব্দগুলি রব্বুল আ'লামীন আল্লাহর পবিত্র সত্তার শান বিরোধী সন্দেহ নাই। অনুবাদকগণের অন্তরে যদি রব্বুল ইজ্জাত আল্লাহর শান, মান ও মহিমা যথার্থভাবে স্থান পাইত, তবে তাহারা এই বাজারী শব্দগুলি আল্লাহর শানে ব্যবহার করিয়া তাহার পবিত্র সত্তার সম্মান নষ্ট করিতেন না। অনুবাদগণের অনুবাদে খালেককে মাখলুকের দরজায় দাঁড় করান হইয়াছে।

কুরয়ান মাজীদের মধ্যে এমন কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে যেগুলির অনুবাদ অন্য ভাষায় অসম্ভব। এই প্রকার শব্দের তাফ্সিরী তরজমা না করিলে যথাযথ উদ্দেশ্য হাসেল হইবে না। শব্দের আভিধানিক অর্থ করিলে অনুবাদে দুর্বলতা থাকিয়া যাইবে। এই কারণে শরীয়তের পাকড়াও থেকে বাঁচিবার জন্য কুরয়ানের তাত্ত্বিক জামানার মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী নিম্নোরূপ অনুবাদ করিয়াছেন

اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے)

আল্লাহ তাহাদের সহিত 'ইস্তিহ্যা' করেন (যেমন তাহার সম্মানে শোভা পায়)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'ইস্তিহ্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ-হাঁসী, মজাক, ঠাট্টা ইত্যাদি। এই শব্দগুলি নিছকই বাজারী এবং আল্লাহর শান বিরোধী। এইজন্য আলা হজরত 'ইস্তিহযা' শব্দের আভিধানিক অর্থ না করিয়া তাফ্সিরী তরজমা বা ব্যাখ্যায়ী অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, 'কানযুল ঈমান' এর বাংলা অনুবাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন — আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়)

যেহেতু অনুবাদক 'কান্যুল ঈমান' এর অনুবাদের প্রারম্ভে অন্যান্য অনুবাদকদের অনুবাদের সহিত ইমাম আহমাদ রেজার অনুবাদের পার্থক্য দেখাইয়া 'কান্যুল ঈমান' এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন সেহেতু তাহার প্রতি ভাল ধারণা রাখিয়া এক্ষেত্রে তাহার অনিচ্ছাকৃত ভুল হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতেছি।

৪

وَ مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

পারাহ-২, সূরাহ বাকারাহ, আয়াত-১৭৩

(১) اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔

"এবং যে পশুর উপর উচ্চারণ করা হইবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহার নাম" মাহমুদুল হাসান - দেওবন্দী)

(২) اور جو جانور غیر اللہ کیلئے نامزد کر دیا گیا ہو۔

"এবং যে পশু আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে" (আশরাফ আলী থানুবী - দেওবন্দী)

(৩) اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এবং এমন কোন জিনিষ খাইবেনা যাহার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কাহার নাম নেওয়া হইয়াছে।" (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৪) "এবং যে জন্তুর উপরে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে।" (মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৫) اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔

"এবং উহা, যাহার জবাহ করিবার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহার নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। (ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী)

হালাল পশুকে কোন মুসলমান আল্লাহর নাম নিয়া জবাহ করিলে তাহা হালাল হইবে। হালাল পশুকে কোন অমুসলিম কাফের জবাহ করিলে তাহা হারাম হইবে। পশুর মালিক যে কেহ হউক না কেন জবাহ কারী মুসলমান হইলে পশু হালাল হইবে, অন্যথায় হারাম হইবে। মুসলমানের পশু যদি মুশরিক জবাহ করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহা মুর্দার হইয়া গেল। কোন মুশরিক যদি দেবতার নামে পশু পুষিয়া থাকে কিন্তু কোন মুসলমান যদি উক্ত পশুকে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহা হালাল হইয়া গেল। অনুরূপ হালাল ও হারাম, হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া ও না নেওয়ার উপর। যে পশু দেবতার নামে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যদি উহা আল্লাহর নামে জবাহ করা হয় তাহা হইলে হালাল হইবে। যে পশু কুরবাণীর জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে কিন্তু জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করিলে উহা হারাম হইবে। কুরয়ান মাজীদে ইহাকে وَ مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ পশু হারাম যাহার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে। এখানে উচ্চারণ করিবার অর্থ হইল জবাহ করিবার সময় উচ্চারণ করা। কারণ, আরববাসীরা জবাহ করিবার সময় তাহাদের দেবতাদের নাম বলিত। যেমন তাফসীরে কবীরের মধ্যে বলা হইয়াছে —

وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ عِنْدَ الذَّبْحِ بِاِسْمِ اللَّاتِ وَ الْعُزّٰى فَحَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ

অর্থাৎ আরববাসীরা জবাহ করিবার সময় 'লাত' ও 'উয্যা' এর নাম বলিত; সুতরাং

আল্লাহ তায়ালা উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপ 'তাফসীরাতে আহমাদীয়া' এর মধ্যে বলা হইয়াছে —

مَعْنَاهُ مَا ذُبِحَ بِهٖ لِاسْمِ غَيْرِ اللّٰهِ مِثْلُ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى وَ اَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হইল — যে পশুকে গায়রুল্লাহর নামে যথা - লা'ত, উয্যা ও আম্বিয়াগণের নামে জবাহ করা হইয়াছে। আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' এর মধ্যে বলিয়াছেন — اِعْلَمْ اَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الذَّبْحِ জানিয়া রাখ! হালাল ও হারাম হওয়া নির্ভর করে জবাহ করিবার সময় নিয়াতের উপর।

প্রিয় পাঠকগণ! আরো একবার বর্তমান আয়াতের অনুবাদগুলি পাঠ করুন। নিশ্চয় অনুবাদকগণের অনুবাদ অনুযায়ী আপনাদের সেই সমস্ত হালাল পশুগুলি হারাম হইয়া যাইতেছে যেগুলি কুরবাণীর জন্য, আকীকাহ, ওলীমা ও ইসালে সওয়াবের জন্য কিংবা কোন পীর বুজর্গের নামে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য একমাত্র ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অনুবাদ অনুযায়ী উল্লেখিত পশুগুলি নিঃসন্দেহে হালাল থাকিবে। কারণ তিনি আয়াতপাকের তাফসিরী তরজমা বা ব্যাখ্যায়ী অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন যে, যে পশু জবাহ করিবার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে (তাহা হারাম)

৫

وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ

পারাহ-৩, সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত-৫৪

(১) اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔

এবং চক্রান্ত করিয়াছে ঐ কাফেরগণ এবং চক্রান্ত করিয়াছেন আল্লাহ এবং আল্লাহর চক্রান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। (মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) আর কাফিররা চক্রান্ত করিল এবং আল্লাহও ফন্দী করিলেন, আল্লাহর ফন্দী কিন্তু সবার সেরা। (মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৩) এবং তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল, আল্লাহও চক্রান্ত করিয়াছিলেন, আল্লাহ চক্রান্ত কারীদের শ্রেষ্ঠ। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

আল্লাহ তায়ালা চক্রান্তকারী?

চক্রান্ত, ফন্দী ইত্যাদি শব্দগুলি প্রশংসনীয় গুণবাচক শব্দ নয়। চক্রান্তকারী ও ফন্দীবাজকে মানুষ ভয় পায়। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আয়েব ও বদগুণ থেকে পবিত্র। আল্লাহ তায়ালাকে চক্রান্তকারী বলা এবং তাঁহার কোন কৌশলপূর্ণ কাজকে ফন্দী বলা নিছক নোংরামী। অনুবাদকগণের অন্তরে যদি দরবারে ইলাহীর আদব বলিয়া কিছুই থাকিত, তবে তাহারা এই ধরণের যঘন্ন শব্দগুলি আল্লাহর পবিত্র সত্তার উপর ব্যবহার করিতেন না। এইজন্য তো প্রয়োজন ছিল আরিফ বিল্লাহ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অনুবাদ যিনি রব্বানী ইংগিতে অনুবাদ করতঃ দরবারে ইলাহীর আদব রক্ষা করিয়াছেন —

اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔

اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔

এবং কাফেররা চক্রান্ত করিয়াছে এবং আল্লাহ তাহাদের ধ্বংসের গোপন ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম গোপন ব্যবস্থাকারী।

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

পারাহ-৫, সুরাহ নিসা, আয়াত-১৪২

(১) البتہ منافق دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دیگا۔

নিশ্চয় মুনাফিক দাগাবাজি (প্রতারণা) করিতেছে আল্লাহর সাথে এবং তিনি তাহাদের দাগা (ধোকা) দিবেন। (মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(২) وہ ان کو فریب دے رہا ہے۔

তিনি তাহাদিগকে ধোকা দিচ্ছেন। (সাইয়েদ ফরমান আলী-শীয়া)

(৩) মুনাফিকগণ আল্লাহকে প্রতারিত করিতে চাহে; বস্তুতঃ তিনিই তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৪) এই মুনাফিকগণ খোদার সহিত ধোকাবাজী করিতেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই তাহাদিগকে ধোকায় ফেলিয়াছেন। (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৫) মুনাফিকগণ (কপটগণ) আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায় বস্তুত তিনিই তাদের প্রতারিত করে থাকেন। (মোবারক করীম জওহর-বাউল)

(৬) মুনাফিকরা আল্লাহর সংগে দাগাবাজী করে এবং তিনিও তাহাদের দাগা দিবেন সন্দেহ নাই। (মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৭) নিশ্চয় কপট বিশ্বাসীরা আল্লাহর সহিত প্রতারণা করে এবং তিনিও তাহাদিগকে ঐ প্রতারণা প্রত্যর্পণ করিতেছেন; (আলী হাসান)

(৮) নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে এবং ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। (গিরিশচন্দ্র সেন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈমান শর্তে বলুন

ঈমানদারগণ - ঈমান শর্তে বলুন! অনুবাদকগণের অনুবাদে ঈমানের রওশ্‌নী বাড়িবে, না কমিবে? ধোকা, দাগা, বঞ্চনা ও প্রতারণা ইত্যাদি শব্দগুলি নিশ্চয় আল্লাহর শানে শোভা পায়না। যে ধোকা দিয়া থাকে তাহাকে ধোকাবাজ বলা হয়। যে প্রতারণা করিয়াথাকে তাহাকে বলা হয় প্রতারক। অনুবাদকগণ যদি ঈমানের আলোকে অনুবাদ করিতে কলম ধরিতেন, তবে এই ধরণের যঘন্ন শব্দগুলি আল্লাহর পবিত্র সত্তার শানে লিখিতে সাহসী হইতেন না। এই সমস্ত ঈমান ধ্বংসকারী অনুবাদের পরে কী এমন অনুবাদের প্রয়োজন নাই যাহা পাঠ করিলে ঈমানের আলো বাড়িয়া যায়?

প্রিয় পাঠক! মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর কলম অনুবাদের ময়দানে কত সাবধান লক্ষ্য করুন —

بیشک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں
اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔

নিশ্চয় মুনাফিক মানুষেরা নিজেদের ধারণায় আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় এবং তিনিও তাহাদের বে-পরওয়া করিয়া মারিবেন। (কানযুল ঈমান)

৭

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ

পারাহ-১০, সূরাহ তওবা, আয়াত-৬৭

(১) بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو۔

ভুলিয়া গিয়াছে আল্লাহকে এইজন্য তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন তাহাদের;
(মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(২) ইহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে আল্লাহও তাহাদের ভুলিয়া গিয়াছেন। (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৩) উহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৪) ওরা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও বিস্মৃত হয়েছেন, (মোবারক করীম জওহর-বাউল)

(৫) তাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে ফলে আল্লাহও তাহাদের ভুলিয়া গিয়াছেন; (মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৬) আল্লাহকে ভুলিয়াছে, তাই আল্লাহও ওদের ভুলিয়াছেন; (ফজলুর রহমান মুন্সি)

(৭) তাহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; (আলী হাসান)

(৮) আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা; কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন; (মুফতী মোহাম্মদ শফী-দেওবন্দী)

(৯) তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন, (ডক্টর ওসমান গনী বে-দ্বীন)

(১০) তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। (গিরিশচন্দ্র সেন)

(১১) তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়াছে; তাই আল্লাহ ও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন; (মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমাদ)

(১২) ওরা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে - ফলে তিনিও ওদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন (মুহাম্মদ হাজীউজ্জামান-দেওবন্দী)

(১৩) তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহও তাহাদেরকে ভুলে গেছেন; (আইনুল বারী আলিয়াবী - আহলে হাদীস)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্ত্বা যেমন নিদ্রা ও তন্দ্রা থেকে পবিত্র তেমনই 'ভুল' থেকেও পবিত্র। কারণ 'ভুল' এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয় যাহা আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা যায়। বরং উহা একটি আয়েব। ভুল করা, 'ভুলিয়া যাওয়া' বান্দার কাজ। অনুবাদকগণ শাব্দিক অর্থের পিছনে পড়িয়া আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার শান-এর মধ্যে পার্থক্য বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। একই শব্দ খালেক ও মাখলুকের জন্য ব্যবহার হইলেই যে উভয়ের ক্ষেত্রে একই অর্থ হইবে এমন কথা নয়। শান অনুযায়ী শব্দের অর্থ হইবে। ঈমানদার বান্দাকে 'মুমিন' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরয়ান মজীদে নিজেকে মুমিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বলিয়া কী বান্দাকে যে অর্থে মুমিন বলা হয় সেই অর্থে আল্লাহকে মুমিন বলা হইবে? কখনই না। যে অর্থে বান্দাকে মুমিন বলা হয় সেই অর্থে আল্লাহকে মুমিন বলা চরম বে-আদবী, যেদিকে অনুবাদকগণ আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নাই বলিয়া এই ধরণের মারাত্মক বিভ্রান্তিকর অনুবাদ করিয়াছেন।

এ কথা সবার স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে যদি মানির মর্যাদাহানী হয়, তবে সে ক্ষেত্রে রূপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এই সাধারণ নিয়মটি সামনে রাখিয়া ইমাম আহমদ রেজা বেরেলবী 'নাসিয়া' শব্দের রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া বর্তমান আয়াতের নিম্নোরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔

তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া বসিয়াছে, তাই আল্লাহ তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন;

﴿ ৮ ﴾

وَ عَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى

পারাহ-১৬, সুরাহ-ত্বহা, আয়াত-১২১

(১) اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی بس گمراہ ہوگئے۔

"এবং আদম না ফরমানী করিয়াছে নিজ প্রতিপালকের সুতরাং গোমরাহ হইয়া গিয়াছেন"। (আশেক ইলাহী মিরাঠী-দেওবন্দী)

(২) اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا۔

"এবং হুকুম অমান্য করিয়াছেন আদম নিজ প্রতিপালকের অতঃপর গোমরাহ হইয়াছেন।" (মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(৩) আদম তাহার প্রতিপালকের অবাধ্য হইল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হইল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৪) আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হল। (মোবারক করীম জওহর-বাউল)

(৫) আদম তাহার খোদার না ফরমানী করিল এবং সত্য সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হইয়া গেল। (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৬) আদম তার রব্বের হইল অবাধ্য হইল বিচ্যুত। (ফজলুর রহমান মুন্সি)

(৭) এমনভাবেই আদম তাঁহার প্রভুর হুকুম পিছনে ফেলেন এবং পথ হারাইয়া বসেন। (মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৮) এবং আদম স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্যাচারণ করিয়াছিল, তজ্জন্য সে বিভ্রান্ত হইয়াছিল। (মোহাম্মদ আলী হাসান)

(৯) বস্তুতঃ আদম তাহার প্রভুর না-ফরমানী করিয়া বিভ্রান্ত হইল। (মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ)

(১০) আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হল। (ডক্টর ওসমান গনী বেদ্বীন)

(১১) আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল (মুহাম্মদ হাজীউজ্জামান-দেওবন্দী)

(১২) এভাবে আদম তার পালন কর্তার অবাধ্য হল। ফলে সে বিভ্রান্তও হল। (আইনুল বারী আলিয়াবী - আহলে হাদীস)

হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম গোমরাহ?

লা-হাউলা-অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! গোমরাহ অনুবাদকগণের সাহস বলিহারী। একজন মা'সুম বেগোনাহ পয়গম্বর হজরত আদম আলাইহিস্ সালামকে নাফরমান, গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ইত্যাদি বলিতে অনুবাদকগণের অন্তরে কম্পন আসে নাই। সমস্ত আম্বিয়ায় কিরাম মা'সুম-বেগুনাহ। কোন নবী এক

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহূর্তের জন্য না নাফরমান ও গোমরাহ, না পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ছিলেন। নবীদিগের শানে এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে বে-আদবী ও গোমরাহী।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী হজরত আদম আলাইহিস সালামের পবিত্র বারগাহের আদব রক্ষা করতঃ বর্তমান আয়াতের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া একজন সাচ্চা মুমিন মুত্তাকী মুসলমান মারহাবা না বলিয়া থাকিতে পারেন না।

اورآدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔

"এবং আদম এর থেকে নিজ প্রতিপালকের হুকুমের ক্ষেত্রে লাগ্‌যিশ ঘটিয়া গেল — তখন যে উদ্দেশ্য চাহিয়াছিলো তাহার রাস্তা পায় নাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'লাগযিশ্' শব্দের অর্থ পদস্খলন, ভুল, চুক, গোমরাহী ও অস্থায়ী ইত্যাদি। উর্দু ভাষায় গোমরাহ, গোমরাহী ও নাফরমান, নাফরমানী সম্মানী ব্যক্তির শানে শোভা পায় না। অনুরূপ বাংলা ভাষায় সম্মানী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত ও অবাধ্য বলা শোভা পায় না। এই জন্য আ'লা হজরত সমস্ত প্রকার শালীনতা বজায় রাখিয়া এমন একটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা ভাষাভাষীর নিকটে আদৌ শ্রুতিকটু নয়। মোট কথা, অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে লাগযিশ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

﴿ ৯ ﴾

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

পারাহ-২৬, সুরাহ-ফাতাহ, আয়াত-২

(১) ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا کہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔

"আমি ফায়সালা করিয়া দিয়াছি তোমার জন্য প্রকাশ্য ফায়সালা। এইজন্য যে ক্ষমা করেন তোমাকে আল্লাহ যাহা পূর্বে হইয়া গিয়াছে তোমার গোনাহ এবং যাহা পরে থাকিবে" (মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(২) নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট যাতে অল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন
(মুফতী মুহাম্মদ শফী-দেওবন্দী)

(৩) بیشک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے۔

"নিশ্চয় আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য জয় দিয়াছি যাহাতে আল্লাহ তায়ালা আপনার সমস্ত অগ্র পশ্চাতের খতাসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।"
(আশরাফ আলী থানুবী-দেওবন্দী)

(৪) হে নবী! আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি, যেন আল্লাহ তোমার পূর্বে ও পরের সকল গোনাহ-খাতা ক্ষমা করিয়া দেন।

(৫) "নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয় দান করিয়াছি; যেন আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অপরাধ মার্জনা করেন" (আলী হাসান)

(৬) আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট ফয়সালা করিয়া দিয়াছি। আল্লাহ যে তোমার পূর্বকৃত গোনাহ মার্জনা করিতে চান এবং পরবর্তী গোনাহও;
(মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৭) আল্লাহ তোমার জন্য অবধারিত করিয়াছেন নিশ্চিত বিজয়। ইহা এইজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করিবেন।
(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য অবধারিত রাখিয়াছেন নিশ্চিত বিজয়। তা এজন্য যে তিনি তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ গুণাহ মার্জনা করিবেন।
(ফজলুর রহমান মুন্সি)

(৯) আল্লাহ তোমার জন্য নিশ্চিত বিজয় অবধারিত করেছেন। এ এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন।
(মোবারক করীম জওহর-বাউল)

(১০) নিশ্চয় আমি দীপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মুহাম্মদ) বিজয় দান করিলাম। তোমার যে কিছু পাপ পূর্বে হইয়াছে ও পরে হইয়াছে তাহা যেন পরমেশ্বর

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমার জন্য ক্ষমা করেন। (গিরিশচন্দ্র সেন)

(১১) নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে-বিজয় দান করেছি। এইজন্য যে তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন,
(ডক্টর ওসমান গনী-বেদ্বীন)

(১২) নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয় যেন আল্লাহ তোমার অতিত ও ভবিষ্যত ত্রুটি সমূহ মার্জনা করেন।
(মুহাম্মদ হাজী উজ্জামান-দেওবন্দী)

(১৩) .....যাতে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তোমার খাতিরে তোমার সেই সব ভুল ভ্রান্তিকে যা আগে হয়ে গেছে এবং যা পরে হতে পারে।
(আইনুল বারী আলিয়াবী - আহলে হাদীস)

নমুনার মাল নিখুঁত হয়

সাধারণতঃ নমুনার মাল নিখুঁত হয়। দুনিয়ার বাজারে নিখুঁত জিনিস দেখাইয়া দর্শককে মুগ্ধ করা হইয়া থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র উৎস। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কুল কায়েনাত পয়দা করিয়াছেন রব্বুল আলামীন আল্লাহ। আবার ঘোষণা করিয়াছেন — لَوْ لَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا প্রিয় পয়গম্বর! যদি তুমি না হইতে, তবে দুনিয়া পয়দা করিতাম না। আরো ঘোষণা করিয়াছেন — لَوْ لَاكَ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ যদি তুমি না হইতে, তবে আমি আসমান পয়দা করিতাম না। (খাসায়েসে কোবরা) তিনি আরো ঘোষণা করিয়াছেন— لَوْ لَاكَ مَا اَظْهَرْتُ الرُّبُوْبِيَّةَ যদি তুমি না হইতে, তবে আমি আমার রবুবীয়াত — খোদায়ী প্রকাশ করিতাম না। (মাদারেজুন্ নবুওয়াত) স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঘোষণা করিয়াছেন - يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ نُوْرِهٖ জাবির! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জিনিষের পূর্বে তোমার নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নুরকে তাহার নূরথেকে পয়দা করিয়াছেন। (আলমাওয়াহি বুল্লাদুন্নীয়া, আল্

ফাতাওয়াল হাদসীয়া) মোটকথা, হুজুর হইলেন আল্লাহর কুদরাতের প্রথম নমুনা। তাই তাঁহার জন্য নিখুঁত, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া জরুরী। অন্যথায় আল্লাহর কুদরাত কলঙ্ক হইয়া যাইবে।

সমস্ত আম্বিয়ায় কিরাম নিষ্পাপ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কেবল নিষ্পাপ নন, বরং তিনি নিষ্পাপ নবীদিগের সর্দার। হুজুরের প্রতি এই প্রকার ধারণা রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ঈমানী শর্ত। দুঃখের বিষয় যে, অনুবাদকগণের অনুবাদ থেকে প্রমাণ হয় যে, পয়গম্বরে ইসলাম নিষ্পাপ ছিলেন না; তাঁহার অগ্র পশ্চাতে পাপ ছিল — নাউজু বিল্লাহ!

পার্থক্য কোথায়?

একজন অমুসলিম অনুবাদকের সঙ্গে একজন মুসলিম অনুবাদকের পার্থক্য কোথায়? কুরয়ান কোথা থেকে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কে পাঠাইয়াছেন, কেন পাঠাইয়াছেন, কুরয়ান কি বলিতে চায়; এইগুলি গিরিশচন্দ্র সেন আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অন্যথায় তিনি গিরিশ চন্দ্র সেন থাকিতে পারিতেন না। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করতঃ মুসলমান হইতেন। পরে পাক কুরয়ানের অনুবাদ করিতেন। আরবী ভাষার উপর দখল থাকিলে আরবী ভাষায় লিখিত বই পুস্তকের অনুবাদ করা সম্ভব। কিন্তু কুরয়ান অনুবাদ করিবার জন্য ঈমান শর্ত। গিরিশ চন্দ্র সেনের কাছে ঈমান না থাকিবার কারণে কালামুল্লাহর মর্মোদ্ধার করিতে পারেন নাই। কেবল আরবীভাষা বাংলায় রূপান্তরিত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার অনুবাদকে কুরয়ানের অনুবাদ বলা যায়না। এখন স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন জাগে যে, অমুসলিম অনুবাদকের অনুবাদের সহিত মুসলিম অনুবাদকদিগের অনুবাদের পার্থক্য কোথায়? এই সাধারণ প্রশ্নের জবাবে ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি ফিরকার মানুষ নিরুত্তর। অনুরূপ যদি কোন অমুসলিম প্রশ্ন করেন যে, সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে নিষ্পাপ মানুষ কে ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি ফিরকার মানুষ লা জবাব। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকের অনুবাদ থেকে প্রমাণ হইবে যে, নবী নিষ্পাপ ছিলেন না; তাহার অগ্র পশ্চাতে পাপ ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজার অনুবাদ

بیشک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح دی تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔

"নিশ্চয় আমি তোমার জন্য প্রকাশ্য বিজয় দান করিয়াছি; এইজন্য যে, আল্লাহ তোমার কারণে গোনাহ ক্ষমা করিবেন তোমার পূর্ববর্তীদের এবং তোমার পরবর্তীদের"

বর্তমান আয়াতের অনুবাদে পরাপর দশ জন অনুবাদকের অনুবাদ দেখান হইয়াছে। অনুবাদগুলির মধ্যে ভাষাগত দিক দিয়া কিছু পার্থক্য থাকিলেও মর্মগত দিক দিয়া কোন পার্থক্য নাই। গোনাহ্, পাপ, ত্রুটি ও অপরাধ ইত্যাদি শব্দগুলি তাহারা প্রত্যেকেই সরাসরি হুজুরের দিকে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে মুসলিম ও অমুসলিম অনুবাদকের অনুবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যাইতেছিল না। এক্ষেত্রে একমাত্র ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অনুবাদ সতন্ত্র। কারণ, তিনি 'গোনাহ' উম্মাতের দিকে সম্বন্ধ করিয়াছেন। তিনি কেবল ভাষার পিছনে পড়িয়া পয়গম্বরে ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করেন নাই, বরং কালামুল্লাহর মর্মোদ্ধার করতঃ তাফসিরী তরজমা বা ব্যাখ্যায়ী অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এই অনুবাদকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেক মুমিন মুসলমান স্বগৌরবে মোহাম্মাদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নিষ্পাপ বলিয়া চ্যালেঞ্জ করিতে পারিবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১) জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার মওদুদীর অনুবাদকে যাহারা বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহারা একটি নতুন ফিৎনার জন্ম দিয়াছেন। একভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে ভাষার সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অন্যথায় সঠিক অনুবাদের স্থলে বিকৃত অনুবাদ হইয়া যায়। যথা — বাংলা ভাষায় 'তুই', 'তুমি' ও 'আপনি' যথাস্থানে ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় মাত্র একটি শব্দ রহিয়াছে — 'আনতা' অর্থাৎ তুই, তুমি ও আপনি। এই 'আনতা' শব্দের অনুবাদ করিবার সময় অনুবাদকগণের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কখন তুই, কখন তুমি ও কখন আপনি হইবে। অনুরূপ উর্দু ভাষায় একবচন এর ক্ষেত্রে 'ম্যায়' অর্থাৎ

আমি এবং বহুবচন এর ক্ষেত্রে 'হাম' অর্থাৎ আমরা ব্যবহার হইয়া থাকে। আবার কখনো সম্মানের জন্য একবচন 'ম্যায়' এর স্থানে বহুবচন 'হাম' ব্যবহার হইয়া থাকে। তাই বলিয়া এই 'হাম' শব্দের বাংলা অনুবাদ 'আমরা' করিলে চরম পর্যায়ের ভুল হইবে। কারণ বাংলা ভাষায় 'আমরা' কোন সময়ে এক বচনে ব্যবহার হয় না। মওদুদী সাহেবের অনুবাদের অনুবাদক অনুবাদ করিয়াছেন — হে নবী! আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি। এ স্থলে 'আমরা' শব্দ লক্ষ্যণীয়। আল্লাহর শানে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করাতে শির্কের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ঈসায়ীরা তিন খোদায় বিশ্বাসী। তাহারা মওদুদী অনুবাদে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিবার সুযোগ পাইবে।

(২) আল্লাহর শানে ঈশ্বর, ভগবান, গড্ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কারণ ইহাতে আল্লাহর মাহাত্ম কম হইয়া যায়।

(৩) নিষ্পাপ নবী আমার কী পাপ করিয়াছিলেন, তাঁহার কী অপরাধ ও ত্রুটি ছিল সেগুলি চিহ্নিত করা তাহাদেরই দায়িত্ব, যাহারা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অনুবাদ ছাড়া অন্যদের অনুবাদের উপর নির্ভরশীল।

﴿ ১০ ﴾

وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

পারাহ-৩০, সুরাহ-দুহা, আয়াত-৭

(১) اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔

এবং পাইয়াছে তোমাকে গোমরাহ, অতঃপর রাস্তা দেখাইয়াছেন।
(মাহমুদুল হাসান-দেওবন্দী)

(২) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শরীয়ত সম্পর্কে অনবহিত পাইয়াছে, সুতরাং (আপনাকে শরীয়তের) রাস্তা বলিয়া দিয়াছে। (আশরাফ আলী থানুবী - দেওবন্দী)

(৩) এবং তোমাকে পথ অনভিজ্ঞরূপে পাইয়াছেন, পরে হেদায়েত দান করিয়াছেন। (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৪) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথ হারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। (মুফতী শফী-দেওবন্দী)

(৫) তোমাকে দিশাহারা পান, ফলে পথ বলিয়া দেন; (মোহাম্মদ তাহের-দেওবন্দী)

(৬) তিনি তোমাকে পান পথহারা, অতঃপর পথ নির্দেশ করেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৭) তিনি তোমাকে পান পথহারা অতঃপর পথ নির্দেশ করেন, (মোবারক করীম জওহর-বাউল)

(৮) এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। (গিরিশচন্দ্র সেন)

(৯) তিনি আপনাকে পথহারা পাইয়া পথ দেখাইয়াছেন। (মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমাদ)

বর্তমান আয়াতের অনুবাদে অনুবাদকগণ কলম না চালাইয়া বল্লম চালাইয়াছেন। তাহারা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই যে, অনুবাদে কাহাকে গোমরাহ, পথহারা, দিশাহারা ও বিপথগামী বলিতেছি। আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বরে ইসলামকে পাঠাইয়াছেন পথহারাদের পথ দেখাইবার জন্য, বিপথগামীদের সুপথে আনিবার জন্য, গোমরাহদের হিদায়েত দেওয়ার জন্য; তিনি নিজেই যদি পথহারা, দিশাহারা, বিপথগামী, গোমরাহ হইয়া যান, তবে কি আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে? গোমরাহ কি হাদী হইতে পারেন?

রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ যে রাসুলের শানে ঘোষণা করিয়াছেন - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰى তোমাদের সাথী (মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)

না গোমরাহ হইয়াছেন, না বিপথে চলিয়াছেন — (সুরাহ নজম) এই রাসুলকে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহ পাইয়া হিদায়েত করিলেন!

অনুবাদকগণ যদি এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন অথবা আলোচ্য আয়াতের তাফসীরগুলির সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ রাখিতেন, তবে তাহারা এই ধরণের অনুবাদ করিয়া না গোমরাহ হইতেন, না গোমরাহীর রাস্তা খুলিয়া দিতেন। একজন ঈমানদার আশেকে রাসুল কখনই কুরয়ানের অনুবাদে প্রিয় পয়গম্বরকে গোমরাহ, পথহারা, বিপথগামী ইত্যাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাই একজন আশেকে রাসুলের কলমে কুরয়ানের অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী অনুবাদ করিয়াছেন —

اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔

এবং তোমাকে নিজ মুহাব্বাতে আত্মহারা পাইয়াছে, অতঃপর নিজের দিকে রাস্তা দেখাইয়াছে।

ইসলাম বিরোধী হাতিয়ার

নমুনা স্বরূপ মাত্র দশটি আয়াতের উপর বিভিন্ন অনুবাদকের যে অনুবাদগুলি দেখানো হইয়াছে তাহা থেকে একজন নিরপেক্ষ পাঠক একথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এগুলি আসলেই অনুবাদ নয়, বরং ইসলাম বিরোধী হাতিয়ার। অনুবাদকগণ অনুবাদের নামে অমুসলিমদের হাতে উঠাইয়া দিয়াছেন ইসলাম বিরোধী হাতিয়ার। তাহাদের অনুবাদগুলি কেন্দ্র করিয়া একজন অমুসলিম আমার খোদাকে ধোকাবাজ, ফন্দিবাজ ও চক্রান্তকারী বলিবার সুযোগ পাইবেন। সেই সঙ্গে আমার মাসুম-বেগোনাহ নিষ্পাপ নবীকে গোনাহগার পাপী বলিবার সাহস পাইবেন। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি অমুসলিমদের অন্তরে এমন কোন উচ্চ ধারণা জন্মাইতে পারেনা। বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছে। সত্যার্থ প্রকাশ নামক পুস্তকে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী ইসলামের বিরুদ্ধে চরমভাবে সমালোচনা করতঃ বলিয়াছেন — যে খোদা আপন বান্দার ধোকা, দাগা ও চক্রান্তে পড়িয়া যায় এবং নিজেও তাহাদের চক্রান্ত দাগা ও ধোকা দিয়া থাকে সে খোদাকে দূর থেকে সালাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ না অনুবাদক !

অত্র পুস্তিকায় অনুবাদের ময়দানে যে সমস্ত অনুবাদকদের নাম আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় আলেম ছিলেন সন্দেহ নাই। ইহাদের অনুবাদগুলি যদিও নিখুঁত ও নির্ভূল নয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনুবাদ করিবার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা ছিল। যেমন আশরাফ আলী থানুবী, মাহমুদুল হাসান, মুফতী মোহাম্মাদ শফী ও মোহাম্মাদ তাহের প্রমুখ। আর কয়েকজন অনুবাদক না অনুবাদক! ইহাদের মধ্যে অনুবাদ করিবার মত মুলধন মোটেই নাই। ইহারা কেবল অনুবাদের নামে অপরের অনুবাদ চুরি করিয়াছেন মাত্র। যেমন মোবারক করীম জওহর ও হাদীউজ্জামান প্রমুখ। ইহারা কেবল কয়েকটি অনুবাদ সামনে রাখিয়া ভাষা পরিবর্তন করতঃ অনুবাদক সাজিয়াছেন। এই প্রকারে বাজারে ভুল অনুবাদক ব্যাপক হইয়া গিয়াছে।

সংশোধন করিয়া নিন

নিরপেক্ষ পাঠক! নিশ্চয় নমুনার আলোকে নিরিখ করিয়াছেন যে, একমাত্র 'কান্‌যুল ঈমান'ই কুরয়ানের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ। অতএব আজই এই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করুন। যদি আপনার কাছে অন্য কোন অনুবাদ থাকে, তবে সেগুলি সত্তর সংশোধন করিয়া নিন।

১৩২০ হিজরী অনুযায়ী ১৯১২ সালে উলামায় কিরাম্‌দিগের অনুরোধে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী 'কান্‌যুল ঈমান' লিখিয়াছিলেন। বর্তমানে 'কান্‌যুল ঈমান' আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষায় 'কান্‌যুল ঈমান' এর অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা-মেছু বাজার ইসলামীয়া লাইব্রেরীতে এই অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। যদি অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকিয়া যায়, তবে তাহা অনুবাদকের। নিশ্চয় ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর নয়।

এক নজরে কানযুল ঈমান

অত্র পুস্তিকায় উদ্ধৃতির আলোকে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, ঈমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির কুরয়ান পাকের অনুবাদ 'কানযুল ঈমান' অনুবাদের ময়দানে অদ্বিতীয়। যে অনুবাদগুলি দেখানো হইয়াছে তন্মধ্যে একমাত্র

কানযুল ঈমান ছাড়া কোনওটি নিখুঁত নয়। অথচ এই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদটি সম্পর্কে ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালাইয়া থাকে যে, আহমাদ রেজা খান সাহেব ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়াছেন। এমনকি ভারতীয় ওহাবীদের চক্রান্তে সৌদীর ওহাবীরা এই অনুবাদটি নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, মেঘ সাময়িকভাবে সূর্যের সামনে দাঁড়াইয়া আড়াল করিলেও যথা সময়ে সূর্য সবার সামনে প্রকাশ হইয়া যায়।

আল্ হামদু লিল্লাহ! পৃথিবীর সব চাইতে বড় ইসলামী গবেষণাগার মিশরের 'জামে আযহার' এর সব চাইতে বড় মুফাসসিরে কুরয়ান ডক্টর সাইয়েদ মোহাম্মাদ ত্বানত্বাবী সাহেব 'কান্‌যুল ঈমান' এর উপর গভীর গবেষণা চালাইবার পর সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে, আ'লা হজরত ঈমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির জগৎ বিখ্যাত কুরয়ান শরীফের অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান' অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এই অনুবাদটি ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। এই সংবাদটি সর্বপ্রথম লিবিয়ার 'দাওয়াত' পত্রিকা প্রচার করিয়াছে। (মাহনামা আ'লা হজরত, অক্টোবর সংখ্যা-২০০০) যেহেতু আপনি একজন সুন্নী মুসলমান, সেহেতু এই অনুবাদটি ব্যাপক প্রচার করিবার দায়িত্ব আপনার।

বিভিন্ন ভাষায় 'কান্‌যুল ঈমান'

১৩৩০ হিজরী অনুযায়ী ১৯১১ সালে প্রথমবার প্রকাশ হইয়াছিল ঈমান আহমাদ রোজা বেরেলবীর 'কান্‌যুল ঈমান'। ইহা ছিল উর্দূ ভাষায়। বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হইয়া পৃথিবীর প্রায় দেশে পৌঁছিয়া গিয়াছে। যে যে ভাষায় যাহারা অনুবাদ করিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে প্রদান করা হইতেছে-

(১) ইংরেজী	-	প্রফেসার হানিফ আখতার ফাতেমী
(২) ,,	-	প্রফেসার শাহ ফরীদুল হক
(৩) ,,	-	ডক্টর সাইয়েদ জামাল উদ্দিন আসলাম মারহারাবী
(৪) ,,	-	সাইয়েদ শাহ আলে রসুল হাসানাইন
(৫) ডাচ	-	মাওলানা গোলাম রসুল কাদেরী
(৬) তুরকী	-	ইসমাঈল হাক্কী
(৭) হিন্দী	-	সাইয়েদ আলে রসুল হাসানাইন মিয়াঁ নাজমী মারহারাবী
(৮) ,,	-	মাওলানা নূরুদ্দীন নিজামী

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯) ক্যারোল - মাওলানা নাজীব জিয়ায়ী মিসবায়ী
(১০) গুজরাটি - মাওলানা হাসান আদম
(১১) সিন্ধী - মুফতী মোহাম্মাদ রহীম সেকেন্দারী
(১২) বাংলা - মাওলানা আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ

এ পর্যন্ত 'কান্‌যুল ঈমান' এর উপর প্রায় ষাট খানার মতো কিতাব লেখা হইয়াছে। এই কিতাবগুলিতে 'কান্‌যুল ঈমান' এর বিভিন্ন বৈশিষ্টের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কুরয়ান শরীফের এই বিশুদ্ধ বাংলায় অনুবাদ 'কান্‌যুলী ঈমান' কোলকাতার মেছুয়া বাজার ইসলামীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাইতেছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদার সমস্ত সুন্নী লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

প্রিয় সুন্নী পাঠক! আল্লাহর অয়াস্তে সুন্নীয়াত ব্যাপক করিবার লক্ষে আপনার হাতের পুস্তিকাটি ও লেখকের কলমে প্রকাশিত বইগুলি মানুষের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করুন। সাদকায় জারিয়ার উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সংগ্রহ করিয়া বিনা পয়সায় বিতরণ করিয়া দিন। আর যদি আল্লাহ তায়ালা সামর্থ দান করেন, তাহা হইলে লেখকের অনুমতি অনুযায়ী একখানা বই ছাপাইয়া বিতরণ করিয়া দিন।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী

১০ই শওয়াল শনিবার ১২৭২ হিজরী অনুযায়ী ১৪ই জুন ১৮৫৬ সালে ভারতের বেরেলী শহরে জোহরের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি। তাঁহার পিতা হজরত মাওলানা নাকী আলী খান ছিলেন সেইযুগের জবরদস্ত আলেম। তাঁহার দাদা হজরত মাওলানা রেজা আলী খান ছিলেন কুতবে যামান। পরম পিতা ও দরবেশ দাদার নিকট থেকে জাহিরী ও বাতিনী বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

মাত্র চার বৎসর বয়সে ১২৭৬ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬০ সালে পবিত্র কুরয়ান শরীফ খতম করিয়া ছিলেন। জীবনের প্রথম ছয় বৎসর বয়সে ১২৭৮ হিঃ অনুযায়ী ১৮৬১ সালে বড় সভায় মীলাদ শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন। ১২৮৫ হিঃ অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ কিতাব-'হিদায়তুন্নাহাব' এর আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। তের বৎসর দশ মাস পঁচিশ দিন বয়সে ১৪ই শাবান ১২৮৬ হিঃ অনুযায়ী ১৮৬৭ সালে মুফতীর মসনদে বসিয়া ফৎওয়া লেখা আরম্ভ

করিয়াছিলেন।

একুশ বৎসর বয়সে ১২৯৪ হিঃ অনুযায়ী ১৮৭৭ সালে হজরত আলে রাসুল মারহারাবীর নিকট বায়েত গ্রহণ করেন এবং খিলাফত প্রাপ্ত হন। ১২৯৫ হিঃ অনুযায়ী ১৮৭৮ সালে প্রথম বার হজ আদায় করেন। ১৩১৮ হিঃ অনুযায়ী ১৯০০ সালে উলামায় কিরামগণ তাহাকে মুজাজ্জিদ বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৩২৩ হিঃ অনুযায়ী ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় হজ আদায় করেন। ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিঃ অনুযায়ী ১৯২১ সালে ২৮ অক্টোবর জুমার আজানের সময় ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল হয়।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী পঞ্চাশের অধিক বিদ্যা ও বিষয়ের উপর ছোট বড় কম বেশি এক হাজার কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ফাতাওয়ায় রেজবীয়া' অন্যতম। ইহা বারো খণ্ডে সমাপ্ত। এই মহান কিতাবটির সম্পর্কে বোম্বাই হাইকোর্টের অমুসলিম পারসী জজ প্রফেসর ডি. এফ. মোল্লা মন্তব্য করিয়াছেন — ফিকাহ শাস্ত্রে দুইটি অতুলনীয় কিতাব লেখা হইয়াছে — 'ফাতাওয়ায় আলমগিরী ও ফাতাওয়ায় রেজবীয়া।

আফ্রিকায় সেখানকার উলামায় কিরামগণের উদ্যোগে নেলশন ম্যাণ্ডেলা সর্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, কোর্ট কাছারীতে ফাতাওয়ায় আলমগিরী ও ফাতাওয়ায় রেজবীয়া অনুযায়ী মুসলিমদের বিচার করা হইবে।

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইমাম আহমাদ রেজার ব্যাক্তিত্বের উপর শতাধিক কিতাব লেখা রহিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থায় ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর এবং তাঁহার হাজার কিতাবের উপর রিসার্চ চলিতেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে প্রফেসর মাসউদ আহমাদ সাহেবের লিখিত 'ইমাম আহমাদ রেজা আওর আলামী জামিয়াত' নামক কিতাব খানা পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে কতিপয় সংস্থা ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) ইদারায় তাহকীকাতে ইমাম আহমাদ রেজা করাচি, পাকিস্তান
(২) মার্কাযই মজলিসে রেজা লাহোর, পাকিস্তান
(৩) মজলিসে রেজা, মাচটার, ইংল্যান্ড

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) রেজা এ্যাকাডেমি, বোম্বাই

(৫) রেজা ফাউন্ডেশন, লাহোর

(৬) রেজা এ্যাকাডেমি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

(৭) ইদারায় মায়ারেফে রেজা-লাহোর, পাকিস্তান।

(১) পাটনা ইউনিভার্সিটি, পাটনা

(২) মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়

(৩) পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি

(৪) সিন্ধু ইউনিভার্সিটি

(৫) রোহিল খণ্ড ইউনিভার্সিটি, বেরেলী শরীফ

(৬) হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেনারস

(৭) বোম্বাই ইউনিভার্সিটি, বোম্বাই

(৮) বিহার ইউনিভার্সিটি, মুজাফ্ফরপুর

(৯) করাচি ইউনিভার্সিটি

(১০) অয়েল ইউনিভার্সিটি, আফ্রিকা

(১১) নিউমাসল ইউনিভার্সিটি, ইউরোপ

(১২) লন্ডন ইউনিভার্সিটি

(১৩) লিডান ইউনিভার্সিটি

(১৪) বারকালে ইউনিভার্সিটি, আফ্রিকা

(১৫) কোলমিনা ইউনিভার্সিটি প্রভৃতিতে ইমাম আহমাদ রেজার উপর রিসার্চ চলিতেছে। (দি ইন্ডিয়ান মুসলিম টাইমস, ১৮ আগষ্ট ১৯৯৩ সাল)

আল হামদু লিল্লাহ, আজ ২২-২-২০০১ বৃহস্পতিবার সকালে সমাপ্ত করিলাম অত্র পুস্তিকার পান্ডুলিপি। আল্লাহ তায়ালা যথা সময়ে প্রকাশ করিবার তৌফীক দান করেন। আমীন, আমীন, সুম্মা আমীন বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত ঃ

(১) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(২) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খণ্ড)
(৩) 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(৪) ব্যাংকের সুদ প্রসঙ্গ
(৫) মাসায়েলে কুরবানী
(৬) সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৭) সলাতে মুস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৮) দুয়ায় মুস্তফা
(৯) দাফনের পূর্বাপর
(১০) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(১১) 'আল্ মিসবাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১২) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(১৩) নারীদের প্রতি এক কলম
(১৪) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১৫) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম
(১৬) সম্পাদকের তিন কলম
(১৭) 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত
(১৮) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৯) নফল ও নিয়াত
(২০) 'সুন্নী কলম' পত্রিকা — তিনটি সংখ্যা
(২১) সেই মহানায়ক কে?
(২২) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৩) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খণ্ড)

pdf By Syed Mostafa Sakib